মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুক্তির ভূমিকা

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

বইর দোকানে গিয়ে বই খুঁজে বেড়ানো আমার একটা মস্ত বাতিক। এর থেকে পরিত্রাণ যে কোনো কালে পাব তা মনে হয় না। বছর দুই আগে (জানুয়ারী ২০০২ সনে) আমার শহরের 'বার্ন্স এন্ড নবেলস্' নামে মস্ত যে এক বইর দোকান আছে সেখান থেকে কয়েকটা বড় পরিমাপের (দৈর্ঘ ১৫ ইঞ্চি ও প্রস্তে ১০ ইঞ্চি) বই কিনে ছিলাম মানব সভ্যতার উপর। বইটির নাম হচ্ছে ''লস্ট সিভিলায়জেশন'' বা ''লুপ্ত প্রায় সভ্যতা''। প্রাচীন সভ্যতা যেগুলো আজ পৃথিবীর বুক থেকে ক্ষয়ে গেছে সে গুলোর ভগ্নাবশেষ এর নিদর্শন নানান ছবিতে দেয়া আছে এই বইতে। ছবি দেখার মস্ত শখ আমার তা ও কিনা ফেলে আসা সভ্যতার! তাই বইগুলো 'বার্ন্স এন্ড নবেলস্' এর তাকে দেখা মাত্র সেখান থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। গিন্নী এসে কয়েকবার তাড়া দিয়েছিলেন এই বলে যে ছেলে মেয়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে নীচ তলায় আর অন্য কোথায় না কি যেতে হবে। আমি বইটি ঝটপট কিনে ফেললাম। এখন দেখছি সেটা মস্ত কাজের কাজই হয়েছে। নানান কাজের অবসরে আমি পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া সভ্যতার উপর লেখাগুলো পড়ি ও তার সাথে ৮X১০ ইঞ্চি মাপের রঙ্গীন আলোক-ছবি দেখি আমাদের পূর্ব পুরুষের তৈরী স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ও নানান 'আর্টফেক্ট' এর। এ'সব ছবি দেখি আর অবাক হই এই ভেবে যে ''আদিম'' যুগের মানবরা কি ভাবে এত সুন্দর 'আর্কিটেক্চার' বা স্থাপত্য, এসব কি ভাবে তৈরী করে রেখে গেছেন! আমাদের প্রাচীন যুগের মানব ও মানবীদের অনেকেই সুন্দরমনা ছিলেন। তাদের মনের ভাব তারা ব্যক্ত করে গেছেন তাদের আর্ট, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এসবের ভিতর দিয়ে। তাদের সুকুমার মনের পরিচয় আমরা পাই যখন আমরা তাদের আঁকা ছবি দেখি প্রস্তরের গায়ে ফ্রান্সে লাস্কাঁউতে যেমনটি আছে যা কিনা প্রায় ১৮,০০০ বছর আগে আঁকা হয়েছিল, আবু সিম্বালের পিরামিডে, মাইনিয়ান, মায়সিনিয়ান ধ্বংশাবশেষ দেখে, গিলগামেশের জীবনভিত্তিক কবিতা যা কিনা প্রস্তরে লিখা হয়েছিল দক্ষিণ বেবিলনে সেই কয়েক হাজার বছর আগে, অজন্তা-ইলোরার গুহায় প্রস্তরের গায়ে খুদাই করা ভাস্কর্য দেখে। এ'রকম আরো প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পৃথিবীর আনাচে কানাচে পড়ে আছে — এদের কিছু আবিস্কৃত আবার অনেক কিছুই মাটির নীচে এখনও চাপা পড়ে আছে। ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ দেখে যতটা আমি বিচলিত হই ঠিক তেমনি বিচলিত হই যখন দেখি ইস্টার

দ্বীপপুঞ্জের মানুষের ভাস্কর্য সমুদ্র ও তটের মিলন ক্ষেত্রে!

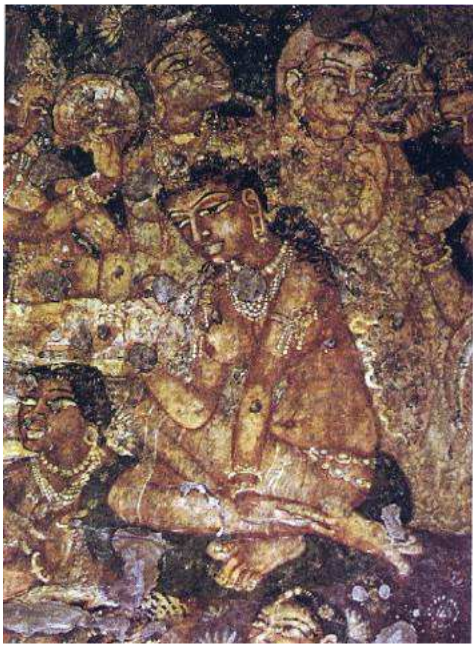

প্রাচীন সভ্যতার লোকরা তাদের সীমিত জ্ঞান থেকে আমাদের অনেক কিছু দিয়ে গেছে যার ওপর ভিত্তি করে নুতন নুতন সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আবার সেগুলোও ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছে সময়ের আবর্তে। আবার গড়ে উঠেছে নয়া সভ্যতা পৃথিবীর তটে। আমরা যে আজ বুক ফুলিয়ে আধুনিক সভ্যতার গুনগান গাই, তা কেবল সম্ভব হয়েছে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশের জন্য। যে ডিজিটাল গণিতের জন্য কম্পিউটারের আগমন ঘটে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, সেটা কেবলই সম্ভব হয়েছিল প্রাচীন গণিত বিশেষজ্ঞদের কৃপায় যারা কেবল শুন্য, অসীম, পাই (৩.১৪১৫৯২৭) এসবের আবিষ্কার করেন নি, তাঁরা বাইনোমিয়াল গণিতসহ অন্যান্য দুরহ সমীকরণ, সময় নিরুপণ, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি এসবের বিশদ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সত্যি বলতে কি আধুনিক বিজ্ঞানের সোপান আমাদের প্রাচীন গণিত বিশারদ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আচার্যরাই তৈরী করে গেছেন।

আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি কি ভাবে প্রাচীন কালে গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানী পন্ডিতরা জ্ঞানার্জন করেছেন তাহলে অতি সহজে এটা চোখে পড়বে যে বিদ্যা ও যুক্তির দ্বারা এরা জ্ঞানের পরিসীমাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেছেন। মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্যের গণিতবেত্তারা জ্যামিতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধণ করেছেন। জ্যামিতির প্রত্যেকটি সম্পাদ্য ও উপপাদ্যগুলির প্রমাণের পেছনে আছে কেবলই যুক্তি। অন্ধ-বিশ্বাস বলে যে একটা কথা আছে তা কেবলই ধর্ম ও লোক-গাথাঁর মধ্যে ঘুরাফেরা করেছে। প্রকৃত জ্ঞাণীগুনিরা, গণিত-বিশারদরা অন্ধ-বিশ্বাসকে জ্ঞানের জগৎ হতে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা সম্যক্ জানতেন যে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়মগুলো কোনো অদৃশ্য হাতের খেলায় উঠানামা করতো না। রাতের আকাশে হাজার তারার বাতি কোন এক সময় যে ভাবে দেখা দিত তা এক বছর পর আবার সেই রকম ভাবেই দেখা দিত। এ’সব নিরীক্ষণ থেকে জন্ম নেয় hypothesis বা প্রকল্পের তার পর সে গুলো হয়ে দাড়ায় theory বা সিদ্ধান্ত তারপর যখন সেইসব নিয়মগুলো প্রমাণিত হতো ধ্রুব সত্য বলে তখন সেই theory গুলো law বা নিয়মে রূপান্তরিত

হতো। এ'সব বিজ্ঞানের সোপান তৈরীর কাজে যুক্তি 'এঞ্জিন' এর মত কাজ করেছে। যুক্তি ছাড়া বিজ্ঞান এক কদমও এগিয়ে যেতে পারবে না। যুক্তি যে কেবল বিজ্ঞানে আর গণিতের ভিত্তি তৈরী করেছে তা নয়, সমাজ ব্যবস্থাতেও যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এন্তার! আইন ব্যবস্থায় যুক্তি হচ্ছে সবার উপরে। একজন লোক যদি ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেখানে না থাকে ঘটনা ঘটার সময়, তা'হলে সেই ব্যক্তিকে কোনো রূপে দোষারোপ করা যেতে পারে না। অকাট্য যুক্তি হলো একজ ন লোক একই সময়ে দু'জায়গায় বিচরন করতে পারে না। তা'হলে আমরা দেখতে পারছি যে যুক্তিকে সবচেয়ে উপরে স্থান দেয়া হয় পার্থিব ব্যাপার স্যাপারে। আমি যখন গাড়ী চালাই তখন অত্যন্ত সচেতন থাকি যেন পেছন থেকে সামনের গাড়ীকে ধাক্কা না দেই। আমার গাড়ীর সামনের বাম্পার অন্য গাড়ীর পেছনের বাম্পার হতে যদি এক সেন্টিমিটার দূরেও থাকে তাহলে সামনের গাড়ীর চালক কোনো মতেই আমার নামে মামলা ঠুকতে পারবে না এই বলে যে আমি তাকে পেছন হতে ধাক্কা মেরেছি। তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে আইনসংক্রান্ত ব্যাপারেও যুক্তি সব চেয়ে বেশী প্রাধাণ্য পায় — দোষী-নির্দোষী সাব্যস্ত হবার ব্যাপারে।

যুক্তি যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সবচেয়ে উচু স্থানে বিচরন করে তার জন্য প্রাচীন সভ্যতার আচার্য ও পন্ডিতদের দান সব চেয়ে বেশী। অঙ্ক বা গণিতের মাধ্যমে, তর্কের মাধ্যমে তাঁরা আমাদের সামনে নজির স্থাপন করেছেন যে পৃথিবীর সব কিছুই যুক্তির দ্বারা পরিচালিত। তবে ধর্মের ব্যাপারে এই নিয়মটির হেরফের হতে পারে এবং তা হয়েই থাকে হর-হামেশা।

আমি যতবারই প্রাচীন সভ্যতার উপর লেখা বাইটি হাতে নিয়ে দেখি আর সেখানে দেয়া ছবিগুলির উপর চোখ বুলাই, আমি ততই বিস্মিত হই এই ভেবে যে প্রাচীন কালের মানুষরা এত বড় বড় সুরম্য অট্টালিকা কি ভাবে তৈরী করেছিল? মিশরের পিরামিড, পারসিপলিসের বিশাল অট্টালিকার স্তম্ভ — এ'সব দেখে কেবলই মনে হয় এরা কি ভাবে এত বড় 'স্ট্রাকচার' বা স্থাপত্য নির্মান করলো? এগুলো তো আকাশ থেকে এসে জড়ো হয়নি। এগুলো তৈরী করতে হয়েছে, আর এত উচুতে উঠাতে হয়েছে। নিশ্চয়ই এরা 'পুলি' ব্যবহার করেছে। এরা জ্যামিতি আর অঙ্ক কষে বের ক রেছে কোথায় কত বড় খাম্বা লাগাতে হবে। এসব যুক্তি আর প্রযুক্তি থেকে বের হয়ে এসেছে। গায়েবী বা ঐশ্বরিক কোন নির্দেশ থেকে এসব তৈরী হয় নি। ভারতের সম্রাট শাহ্ জাহান যখন তার পত্নীর স্মৃতি রক্ষার্তে তাজমহল নির্মান করেন তখন তিনি সুদূর পারস্য হতে আর্কিটেক্ট বা স্থপতি ও কারিগর আনান এই কারণে যে সেখানকার রাজমিস্ত্রিরাই কেবল জানেন কি ভাবে সে'রকম মহল তৈরী করতে হয়। শাহ্ জাহানের যুক্তিটা ছিল এ'রকম — যেহেতু আমি পারস্যের ডিজাইন মত একটি বিশাল ইমারত নির্মান করবো, সেহেতু আমার সেখানকার আর্কিটেক্ট ও কারিগর

দরকার। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মধ্যযুগের শেষের দিকেও রাজা বাদশাহেরা কত যুক্তিবাদী ছিলেন। শাহ জাহান সঠিক জানতেন যে তাজমহল নির্মান করা ভারতীয় স্থপতি ও কারিগর দিয়ে কখনই হবে না।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য যুক্তিবাদ যতটুকু কাজ দিয়েছে অন্য কোন কিছু তেমন কাজে আসে নি। সমাজে হিসাব নিকাশের জন্য দরকার পড়েছে গণিতের। তাই অঙ্ক শাস্ত্রের বিকাশ ঘটেছে অনেক আগেই। সহজ সরল অঙ্কের পর, বীজগণিত, জমিজমা মাপের জন্য ম্যান্সুরেশন, জ্যামিতি এসবের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে গণিতই হচ্ছে সব বিজ্ঞানের ভিত্তি। সমাজের বিভিন্ন কাজে গণিতের দরকার ছিল প্রচুর। আর গণিত মানেই হচ্ছে যুক্তি। আর যুক্তিই হচ্ছে পরম সত্য।

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন সভ্যতা কোনটি তা' নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মত বিরোধ আছে। তবে মেসাপোটামিয়ার সভ্যতাকে প্রাচীন সভ্যতার এক অন্যতম নিদর্শন হিসাবে খাড়া করা যায়। সেই সময়েও যুক্তিবাদের জয়জয়াকার ছিল। তখন মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার খালি থাকায় নানান অন্ধ-বিশ্বাস এসে ঢুকে পড়েছিল সমাজে। আমাদের ভূ-ভারতেও নানান লোক-গাঁথা থেকে জন্ম নেয় ধর্মের কাহিনী – যেমন রামায়ন, মহাভারত। ঠিক তেমনি গ্রীসে লোক-গাঁথা থেকে জন্ম নেয় গ্রীক মিথোলোজী। ইউরোপে তেমন করে জন্ম নেয় রোমান আর নর্স-মিথোলোজী। মধ্য-প্রাচ্যে আব্রাহামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তিন তিনটি ধর্মের উপাখ্যান। এগুলো কিন্তু যুক্তিবাদের ধারে কাছেও নেই। কেবল লোক-গাঁথা থেকে জন্ম নিয়েছে নানান উপাখ্যানের আর সেই সব উপাখ্যান থেকে জন্ম নিয়েছে আব্রাহাম, জিশু, আর মুহাম্মদের আলৌকিক কাহিনী। এসব কাহিনীগুলি যুক্তিবাদের বহির্ভূত, আর পুরোপুরি বানোয়াট গল্প। নর-স্পর্ষ ছাড়া মরিয়ম কি ভাবে অন্তসত্তা লাভ করে তা তো যুক্তির বাইরে! আর হেরা পাহাড়ের গুহায় ডানায় ভর দিয়ে জিব্রাইল কি ভাবে এসে মুহাম্মদকে বলে, ''ইক্‌রা!'' (পড়)।

মানব সভ্যতা সুদীর্ঘ ১৪শ বছর পার হয়ে এসেছে সেই তখন থেকে যখন জিব্রাইল

মুহাম্মদকে পড়তে আদেশ করেছিল। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ইসলাম ধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পার হয়ে ইসলামের ঝান্ডা তুরস্কের সুলতানের হাতে এসে পড়েছিল সেই অনেক আগে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেই সুলতানৎ ভেঙ্গে দেয়া হয় যুদ্ধে হেরে যাওয়ার কারণে। মুসলমানরা তাদের খলিফা (তুরস্কের সুলতান) হারিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে যায় প্রায় ৮০-৯০ বছরের জন্য। এখন আরব দেশের বিন লাদেনের প্ররোচনায় পড়ে সারা পৃথিবীময় জিহাদ করবে বলে সুন্নিরা উঠে পড়ে লেগেছিল গত ১০ -১২ বছরে। যেখানে ধর্মের অন্ধ-বিশ্বাস এত প্রবল সেখান থেকে যুক্তিবাদ ‘‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি’’ বলে কেটে পড়েছে। এই জন্যেই মুসলমানদের এখন এত দুর্গতি।

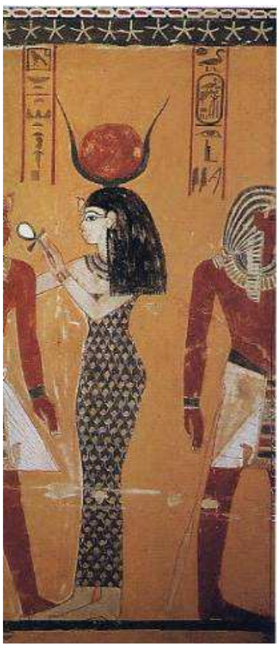

পক্ষান্তরে, পশ্চিমী দেশের লোকরা কিন্তু যুক্তিবাদে অনেকটা বিশ্বাসী। তাই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নতি সাধণ করতে পেরেছে। এদের জীব-বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র হচ্ছে ডারউইনবাদ। সভ্য দেশের স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা ডারউইনের মতবাদ পড়ে অথচ ইসলামিক দেশে এখনও একথা জোর করে বলা হয় যে আল্লাহর ইচ্ছায় সব জীব-জন্তু, তৃণলতা হঠাৎ করে পৃথিবীতে এসে জড়ো হয়। এদিকে সারা পৃথিবীময় বিজ্ঞানের (পড়ুনঃ যুক্তিবাদ) জয়গান হচ্ছে, আর অন্য দিকে ভূ-ভারতে হয় রাম-রাজ্যের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে আর নয়তো মুসলিম উম্মার স্বপ্ন দেখে মুসলমানরা দিশাহারা হয়ে পড়ছে। পাকিস্তান ও সেই সাথে বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলোতে একটু চোখ বুলান। অতি সহজে বুঝতে পারবেন যে যুক্তিবাদ সেই সব দেশ থেকে বিদায় নিতে চলেছে অতি শীঘ্রই!

আমাদেরকে শিখতে হবে বিগত ১০-১২ হাজার বছরের আগের মানব সন্তান-সন্ততীরা যে নিদর্শন রেখে গেছেন সেখান থেকে। যুক্তি আর প্রযুক্তির বলে মানব সমাজ আজ সভ্যতার কোথায় এসে ঠেকেছে? কিন্তু আমরা বাঙালীরা সেই বাঙালই থেকে গেলাম। বিশেষতঃ বাংলাদেশে এখন যুক্তিবাদ ‘হাইবারনেশন’ স্টেজে আছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচু শ্রেণীতে যতদিন না মানব সভ্যতার ক্রমঃবিকাশ ঠিকমত পড়ানো না হবে আর সেই সাথে যুক্তির অবদান ও ভূমিকা সম্যক্ ভাবে বলা হবে তত দিন এই দুর্ভাগা দেশের অবস্থা নিম্নগামী হতে থাকবে। আমি অনেক আগেই নিজের ইচ্ছায় প্রাচীন সভ্যতার ব্যাপারে জানতে আগ্রহী ছিলাম। তাই নিজের চেষ্টায় অল্প সল্প যা জেনেছি তাতে অনায়াসে বুঝতে পেরেছি যে পৃথিবীটা অনেক আগে থেকে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত। যে জাতী বা দেশ এটা বুঝেও বুঝতে চায় না সেই জাতীর অবক্ষয় সুনিশ্চিত!

জাফর উল্লাহ্ আমেরিকার নিউ ওর্লিয়ান্স শহর থেকে নিয়মিত আন্তর্জালে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেন।